দেশপ্রেমিক

বুঝলে ভাই, এদেশের কিচ্ছু হবে না। শালা টপ্ টু বটম্ চোর।

ছেলেদের আলোচনার মাঝে ওপাশ থেকে কথাটা ছুঁড়ে দিলেন সুশান্তবাবু।

আলোচনা হচ্ছিল ১৩ই ডিসেম্বর সংসদে জঙ্গি হামলা নিয়ে। তিনমাস আগে খবর পাওয়া সত্ত্বেও ওদের আটকানো যায়নি। অরিন্দম তাই সরকারের ইন্টেলিজেন্সির সমালোচনা করছিল। অপর দিকে অশোক ছিল সরকারের পক্ষে। আত্মঘাতী বাহিনীকে রোখা অত সহজ ব্যাপার নয়।

সুশান্তর কথায় আলোচনার গতিমুখ পাল্টায়।

সবাই যদি চোর হয়, তার মধ্যে তো আপনিও পড়েন...। অরিন্দম ভেতরের রাগটা বহুকষ্টে গোপন করে।

আলবাত পড়ি। শুধু আমি কেন, আমার পরিবার, তুমি, তোমার পরিবার, এই ট্রেনের কামরায় যারা যাচ্ছে তার সব্বাই কোন না কোন ভাবে চোর। সুশান্তর সদর্প ঘোষণা।

তাহলে দেশের কি হবে দাদু? অশোক কাঁদো কাঁদো মুখ করে জানতে চায়।

কি আবার হবে, গোল্লায় যাবে। দেখলে না অত পুলিশ মিলিটারির ফাঁক গলে পাঁচ পাঁচটা জঙ্গি সংসদে ঢুকে গেল।...চোর, সব ব্যাটা চোর। সব কটাকে ধরে আচ্ছাসে চাব্‌কানো দরকার। সুশান্তর গলার তেজ বেড়েই চলে।

তাহলে কি দেশটা বিক্রিই হয়ে যাবে? অরিন্দম বাসের টিকিট দিয়ে কান খোঁচাতে খোঁচাতে বলে।

বিক্রির আর বাকি আছে কিছু? যতদিন না মানুষের মত মানুষ তৈরী হচ্ছে, রাজনীতির দাদা দিদিদের পোয়াবারো। আর ঐ খবরের কাগজগুলো। লাভের জন্য শুধু চাটনি ছাপছে। আমরা বোকা হাবরার মত তা গিলছি।—জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দেওয়ার ঢঙে বলে যান সুশান্ত। কামরার লোক মাথা নেড়ে সমর্থন জানায়।

আচ্ছা দাদু, আপনি এখন কত? আলটপকা প্রশ্ন ছোঁড়ে বিকাশ।

মানে?

আপনার বয়েসটা।

কত মনে হচ্ছে? বৃদ্ধের মুখে মুচকি হাসি।

বলতে পারব না।

সিক্সটি থ্রি রান করছি।

সে কি! এই বয়সেও ভিড় ঠেলে ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করছেন। বিকাশের চোখে বিস্ময়।

নইলে যে চাকরিটি নট হয়ে যাবে ভায়া।

কোথায় চাকরি করেন?

পি এন্ড টি।

আরে ব্বাপ্, কেন্দ্রীয় সরকার। সেখানে তো ষাটেই রিটায়ার হবার কথা। অশোকের চোখে অবিশ্বাস।

ও ভাই আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের দূরদর্শিতা। ম্যাট্রিক দেওয়ার সময় কলকাঠি নেড়ে গুণে গুণে পাঁচটি বছর খসিয়ে দিয়েছিলেন।

তার মানে আরো দু-বছর...। অথচ ঘরে ঘরে কত ছেলেমেয়ে বেকার...। বিকাশের আপশোষ আর যায় না।

ঠিক বলেছ। আমার নিজের ঘরেই তো দুটি...

অথচ আপনি কিরকম নির্লজ্জভাবে...। অরিন্দম ধৈর্যের শেষ সীমায়।

কোন স্টেশন এল? বৃদ্ধ হঠাৎ তাৎপর।

টিটাগড়।

উঠি ভায়া। পরের স্টেশনে নামতে হবে। এই চোরদের দেশে তোমরা কিন্তু ঠিক থেকো।

কি করে থাকি। আপনি একাই তো আমাদের জীবন থেকে পাঁচটা বছর চুরি করে নিয়েছেন। এরকম কত। শয়ে শয়ে...হাজারে হাজারে...।

কি করব ভাই। চল্লিশ বছরের চাকরিতে একটা প্রোমোশনও জোটে নি। উপ্‌রি পাওনা বলতে শুধু এই পাঁচ বছর। যস্মিন্ দেশে যদাচার...

সনৎ বসু